ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 102 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১০২ ● কলকাতা ● ০১ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● বুধবার ● ১৫ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ডিএ নিয়ে সময়সীমা বৃদ্ধির আর্জি, আজ রাজ্যের মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সামনেই ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন। প্রথম দফার ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। আর ঠিক এই সন্ধিক্ষণে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ মামলা নিয়ে বড় মোড়। বুধবার, ১৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে উঠতে চলেছে এই হাইভোল্টেজ মামলাটি।

বকেয়া ডিএ মেটানোর সময়সীমা বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকার যে আবেদন জানিয়েছিল, আগামীকাল তার ভাগ্য নির্ধারণ

এরপর ৬ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১৫ই এপ্রিল, ২০২৬ "পয়লা বৈশাখ" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১৬ই এপ্রিল, ২০২৬ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ১৭ই এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

পর্ব 261

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর কামনাবাসনা চিত্তকে সবথেকে বেশী কমজোর করে। কামনাবাসনা হল এক শারীরিক ক্রিয়া এবং শরীরের আবশ্যকতাও। কামনাবাসনার তৃপ্তি থেকে মেলা সুখ শাশ্বত সুখ নয়, ক্ষণিকের সুখ। কিন্তু এটা অনুভব করেই জানা যেতে পারে। কারণ এটা যদি শাশ্বত সুখ হত, তাহলে কামনাবাসনা তৃপ্ত সব লোক সুখী হত। কিন্তু এরকম হয় না।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

গ্রেফতার আই-প্যাকের ডিরেক্টর ও সহ প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্ডেল, ১০ দিনের ইডি হেফাজত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কয়লা পাচার মামলায় গ্রেফতার হলেন আই-প্যাকের অন্যতম ডিরেক্টর ও সহ প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্ডেল। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের ১০দিন আগে এই গ্রেফতারি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বেআইনি লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতার ভিনেশ চান্ডেল। তাঁকে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করেছে ইডি। গত ২ এপ্রিল ভিনেশের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চলেছিল। সেই সময় বেশ কিছু নথিপত্রও বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে ইডি সূত্রে দাবি।

কেন গ্রেফতার

ইডি সূত্রে খবর, ভোটের সঙ্গে এই গ্রেফতারির কোনও যোগ নেই। কয়লা পাচার মামলায় আগে থেকেই তদন্ত চলছিল। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালানো হয়। ইডি সূত্রে খবর, অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইনের অধীনে ভিনেশ চান্ডেলকে দিল্লিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ২ এপ্রিল দিল্লিতে চান্ডেলের বাড়ি ছাড়াও, বেঙ্গালুরুতে আই-প্যাকের আরেক সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ঋষি রাজ সিংয়ের বাসভবনে তল্লাশি করে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এর আগেই আইপ্যাকের ২ কর্তা প্রতীক জৈন ও ঋষিরাজ সিংকে দিল্লির অফিসে তলব করে নোটিস দেওয়া হয়। ৩০ এপ্রিলের পরে হাজিরা দিতে চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টে যান তাঁরা। ১৭ এপ্রিল দিল্লি হাইকোর্টে সেই মামলার শুনানি রয়েছে। ডির তরফে দাবি, ভিনেশের বাড়িতে তল্লাশির পরও তাঁদের তদন্ত চলছিল। তদন্তকারীদের হাতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আসে। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই এই গ্রেফতারি বলে দাবি কেন্দ্রীয় এজেন্সির। ইডি সূত্রে খবর, আইপ্যাকের অন্যতম ডিরেক্টরের উত্তরে সন্তুষ্ট না হওয়ার কারণেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

কে এই ভিনেশ চান্ডেল

ভিনেশ চান্ডেল ভোটকুশলী হিসেবে কর্মরত। তিনি ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি বা আই-প্যাক, এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। প্রশান্ত কিশোর, প্রতীক জৈন এবং ঋষিরাজ সিং এক সঙ্গে আই-প্যাক তৈরি করেন। এই মুহূর্তে চান্ডেল আইপ্যাকের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন। ইডি কর্তারা জানিয়েছেন, 'প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট'-এর বিধান অনুযায়ী দিল্লিতে চান্ডেলকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। সোমবার গভীর রাতেই তাঁকে দিল্লির পাটিয়ালা কোর্টের বিচারকের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চলে শুনানি। ভোর পর্যন্ত শুনানি হয়। ভিনেশকে ১০ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির দাবি, বাংলায় কয়লা পাচারের প্রায় ২০ কোটি টাকা 'হাওয়ালা'র মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বোলপুরে অমিত শাহের ভ্রান্তিবিলাস! 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'কে বলে বসলেন 'রবিশঙ্কর'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বোলপুর: বাংলায় নির্বাচন জেতার জন্য রাজ্যে এসে প্রচার করছেন বেশ কিছু বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা। বাংলার মানুষের মন রাখতে বাঙালি আবেগে শান দিতে বাংলাতেও প্রচার করছেন একাধিক নেতা। তবে বাংলা বলতে গিয়ে হোঁচটও খেতে হচ্ছে এই সব হেভিওয়েট বিজেপি নেতাদের। পিছিয়ে নেই অমিত শাহও। রবীন্দ্রনাথের বোলপুরে প্রচার করতে গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত আর রবিশঙ্কর গুলিয়ে ফেললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বোলপুরের সভায় 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' শব্দটি বলতে গিয়ে অমিত শাহ বলে ফেলেন 'রবিশঙ্কর'। এই নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সারা ভারতের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সাহানা বাজপেয়ীকে ধন্যবাদ জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই সময়ই রবীন্দ্রসঙ্গীতকে রবিশঙ্কর বলেন তিনি।

এই বিষয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। তৃণমূল দাবি করেছে রবিশঙ্কর সেতারবাদক কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের লেখা গানের সংকলন। এই দুটো বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছেন অমিত শাহ। বাংলার সংস্কৃতি বিজেপির নয় বলে আক্রমণ করে তৃণমূল, সেই সঙ্গে বাংলা "এই অপমানকে কখনও ক্ষমা করবে না," বলে দাবি করে বাংলার শাসকদল।

এরপর ৩ পাতায়

পয়লা বৈশাখে ঘামঝরা আবহাওয়া! দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা, আবার কবে বৃষ্টি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

গত কয়েক দিনের কালবৈশাখীর (Kalbaishakhi) স্বস্তি কাটিয়ে আবারও তপ্ত হচ্ছে গোটা বাংলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যে তাপমাত্রা দ্রুত বাড়তে শুরু করবে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। শুষ্ক পশ্চিমী বাতাসের প্রবাহেই

আবহাওয়ার এই হঠাৎ বদল। চৈত্র মাসের শেষে আর্দ্রতা ও গরমের দাপট আরও বাড়বে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। বিশেষ করে দক্ষিণবঙ্গের চার জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায়

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

পয়লা বৈশাখে ঘামঝরা আবহাওয়া! দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের হলুদ সতর্কতা, আবার কবে বৃষ্টি?

তাপপ্রবাহের আশঙ্কায় জারি হয়েছে 'হলুদ সতর্কতা'। অত্যন্ত গরম ও বদ্ধ পরিবেশে এদিন থেকে সপ্তাহের মাঝামাঝি পর্যন্ত অস্বস্তি আরও বেড়ে উঠতে পারে। কলকাতার ক্ষেত্রেও এ সপ্তাহে দিনের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে।

আবহাওয়া দফতরের বুলেটিনে বলা হয়েছে, পূর্ব-পশ্চিম নিম্নচাপ অক্ষরেখাটি বর্তমানে উত্তর-পূর্ব উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। পাশাপাশি উত্তর পূর্ব বিহারের ঘূর্ণাবর্ত থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত আবহমান একটি অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ০.৯ কিমি উচ্চতায় অবস্থান করছে। এই পরিস্থিতির জেরে ১৪ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে গরম ও আর্দ্রতার দাপট তীব্র থাকবে।

তবে গরমের মাঝেও মিলতে পারে সামান্য স্বস্তি। নববর্ষের সময় অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৬ এপ্রিল দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলীয় কয়েকটি জেলায় স্থানীয় মেঘ সঞ্চারের ফলে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এক-আধ পশলা বৃষ্টি হতে পারে। তবে এই বৃষ্টি তাপমাত্রা খুব বেশি কমাবে না বলেই দফতরের অনুমান।

এদিকে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংয়ে এদিনও প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সমতলের জেলাগুলিতে অবশ্য আবহাওয়া শুষ্কই থাকবে।

বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ। কোথাও কোথাও কালবৈশাখীও দেখা যেতে পারে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে মাঝারি বৃষ্টি ও ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

(২ পাতার পর)

রবীন্দ্রনাথের বোলপুরে অমিত শাহের ভ্রান্তিবিলাস! 'রবীন্দ্রসঙ্গীত'কে বলে বসলেন 'রবিশঙ্কর'

প্রসঙ্গত, অভিষেক চান্ডেলের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার বলেন, "বাংলার নির্বাচনের ঠিক ১০ দিন আগে আই-প্যাক-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্ডেলের গ্রেফতার কেবল উদ্বেগজনকই নয়—এটি একটি 'সমান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র' বা 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড'-এর মূল ধারণাকেই নাড়িয়ে দিয়েছে।"

অভিষেকের কথায়, "যখন পশ্চিমবঙ্গের উচিত অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাওয়া, তখন এ ধরনের পদক্ষেপ একটি হাড়হিম করা বার্তা দেয়- আপনি যদি বিরোধী পক্ষের হয়ে কাজ করেন, তবে পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারেন আপনিই। এটি গণতন্ত্র নয়—এটি স্রেফ ভয়ভীতি প্রদর্শন!"

রাতে ফের উত্তপ্ত ভবানীপুর, তৃণমূল-বিজেপির স্লোগান যুদ্ধে উত্তেজনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের উত্তপ্ত ভবানীপুর। পোস্টার ছেড়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ। ভবানীপুর থানার সামনে তুমুল উত্তেজনা। বিজেপি কর্মীদের দাবি, হলুদ জামা পরা কয়েকজন কর্মী ভবানীপুরের শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপির যে পোস্টারগুলি ছিল সেগুলি ছিড়ে দেয়। বিষয়টি নজরে আসতেই তাদের হাতেনাতে ধরে বিজেপি কর্মীরা। এমনই দাবি তাঁদের। তারপর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই কয়েকজন আটক হয়েছেন। এরপরই ভবানীপুর থানার সামনে তৃণমূল ও বিজেপির স্লোগান যুদ্ধ শুরু হয়। রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি।

নির্ভয়ে ভোটের আহ্বান, ফালাকাটায় রুট মার্চে আশ্বস্ত সাধারণ মানুষ

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রশাসনের উদ্যোগে ফালাকাটার ছয় মাইল এলাকায় এক বিশেষ রুট মার্চ অনুষ্ঠিত হল।মঙ্গলবার দুপুরে এই কর্মসূচিতে অংশ নেন জেলার পুলিশ সুপার অমিত কুমার শাহ,জেলা শাসক ময়ূরী ভাসু এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা থানার পুলিশ আধিকারিকরাও।সাধারণ ভোটারদের নির্ভয়ে,স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং কোনও প্রকার চাপ বা প্রভাবমুক্ত পরিবেশে ভোটাধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত করাই ছিল এই রুট মার্চের মূল লক্ষ্য। কর্মসূচি চলাকালীন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা এলাকাবাসীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং তাঁদের নানা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন।পুলিশ সুপার ও জেলা শাসক আশ্বস্ত করে জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে একটি শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজন করতে। তাঁরা সকলকে নিজের ভোট নিজে দেওয়ার আহ্বান জানান এবং গুজব বা বিভ্রান্তিতে কান না দেওয়ার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি ভোটের দিন অযথা ভিড় এড়িয়ে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার অনুরোধও করা হয়।প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, ভোট প্রক্রিয়ায়

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভোটে কড়া নজরদারি: আসছে ‘ডবল লেয়ার আইডেন্টিফিকেশন’ ব্যবস্থা

আসন্ন নির্বাচনে জাল ভোট ও বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে বড় পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। এবার চালু হচ্ছে ‘ডবল লেয়ার আইডেন্টিফিকেশন’—দুই ধাপে ভোটার পরিচয় যাচাইয়ের নতুন ব্যবস্থা। বুথের বাইরে ও ভেতরে নজরদারি, কড়া নিরাপত্তা আর প্রযুক্তির ব্যবহারে ভোটকে আরও স্বচ্ছ ও নির্ভুল করার লক্ষ্য নিয়েছে Election Commission of India।

এই নতুন ব্যবস্থায় প্রথম ধাপেই বুথে ঢোকার মুখে ভোটারদের পরিচয় যাচাই করবেন বিএলওরা। প্রাথমিক যাচাই পেরোলেই মিলবে বুথে প্রবেশের অনুমতি। এরপর বুথের ভিতরে দ্বিতীয়বার পরিচয় মিলিয়ে দেখা হবে—ফলে ভুয়ো ভোটের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে বলে মনে করছে কমিশন।

শুধু পরিচয় যাচাই নয়, নজরদারিতেও থাকছে কড়াকড়ি। বুথের ভেতরে ও বাইরে ওয়েবকাস্টিং ক্যামেরা বসানো হচ্ছে, যাতে প্রতিটি মুহূর্ত নজরে রাখা যায়। ভোটারদের মোবাইল ফোন বুথে নিয়ে যাওয়ার উপরও নিষেধাজ্ঞা থাকছে—বাইরেই জমা রেখে ঢুকতে হবে ভোটকেন্দ্রে।

এই সমস্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার হুগলি জেলাশাসক দপ্তরে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদরি, পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে। প্রশাসনের দাবি, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই জেলায় জোরদার হয়েছে নাকা চেকিং। বেআইনি অস্ত্র, নগদ টাকা ও মদের কারবার রুখতে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচন বিধি জারি হওয়ার পর থেকে বিপুল পরিমাণ বেআইনি মদ ও নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থায়ও জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে, পাশাপাশি নিয়মিত রুট মার্চ চালানো হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় বাড়তি নজরদারি রাখা হবে।

এছাড়াও প্রবীণ ও বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বাড়িতে গিয়ে ভোটগ্রহণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটারদের জন্য ১৮ এপ্রিল থেকে এই পরিষেবা শুরু হবে।

সব মিলিয়ে, এবারের ভোটে প্রযুক্তি, নিরাপত্তা এবং প্রশাসনিক কড়াকড়ির সমন্বয়ে নতুন এক নির্বাচন প্রক্রিয়া দেখতে চলেছে রাজ্য।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

যুগেও তেমনি দুষ্ট লোক রজনীতে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। সত্যি ভালো মানুষগুলো আজ যেন সেই অত্যাচারী মানুষের হাতে অত্যাচারিত চলছে। আর বামদেবের সেই বড় মা আজও বাংলার এই অত্যাচারী মানুষগুলোর হাত থেকে রক্ষা করছে। স্বয়ং সিদ্ধ পিঠে যোগীদের আশ্রয়স্থল বামদেব মাতারা আবির্ভূত করেছিল চন্ডিপুরে। বীরভূমের চন্ডিপুর আজ একটি সিদ্ধ প্রতিষ্ঠান মহাস্থান হিসেবে ঘোষণা হয়েছে তারাপীঠ মহাপীঠ নামে। দিনের-পর-দিন কলম ধরছি তারাপীঠের জন্য কিন্তু মা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ট্রাম্পকে পদচ্যুত করার কথা বললেন সিআইএর সাবেক পরিচালক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পদচ্যুত করার ক্রমবর্ধমান আহ্বানে এবার নাম লিখিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার (সিআইএ) সাবেক পরিচালক জন ব্রেনান।

অযোগ্যতার কারণে ট্রাম্পকে পদচ্যুত করার পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন ব্রেনান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, মার্কিন সংবিধানের ২৫তম সংশোধনী ট্রাম্পের কথা মাথায় রেখেই লেখা হয়েছিল।

বারাক ওবামা প্রশাসনে সিআইএর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ব্রেনান। তিনি গত শনিবার এমএস নাউকে সাক্ষাৎকার দেন।

সাক্ষাৎকারে জন ব্রেনান বলেন, ইরানি সভ্যতা ধ্বংসের বিষয়ে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক উসকানিমূলক মন্তব্য এবং এতে বহু মানুষের জীবনের ওপর সৃষ্ট ঝুঁকি তাকে পদচ্যুত করার যৌক্তিকতা তৈরি করেছে।

ট্রাম্প সম্পর্কে ব্রেনান বলেন, ‘এই ব্যক্তি স্পষ্টতই মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন।’

ব্রেনান আরও বলেন, ‘আমি মনে করি, ২৫তম সংশোধনী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মাথায় রেখেই লেখা হয়েছিল।’

ব্রেনানের মতে, ট্রাম্প এতটাই বড় ধরনের ঝুঁকি যে তাকে কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে দায়িত্বে রাখা উচিত নয়। কারণ তার হাতে যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু অস্ত্রভান্ডারসহ বিপুল সামরিক শক্তি রয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, ঋগ্বেদ রচনাকালেই তা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কেননা, বৈদিক কবিদের একান্ত পুরুষ-প্রধান ধ্যানলোকে এই আদি-জননীর গৌরব বহুলাংশেই ক্ষুণ্ণ ও খর্ব হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

নববর্ষে ভারতীয় নারীদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির উৎসব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার,১৪ ই এপ্রিল

বাংলার বাঙালিদের নববর্ষ টা কেমন যেন একটা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, ধুমধাম করে রমরমিয়ে কেনার আমেজটা যে কোথাও যেন একটা নিস্তেজ হয়ে গেছে।বাংলা নববর্ষে বাঙ্গালীদের প্রতিটি ঘরে ঘরে কব্জি ডুবিয়ে খাওয়ার সেই আমেজটা যেন নিস্তেজ করোনা থাবাতে আজ বাংলা জুড়ে। বাঙ্গালীদের বারো মাসের তেরো পার্বন,উৎসবের আনন্দে আত্মহারা সব যেন আজ ফিকে হয়ে গেছে । শুরু হয় পয়লা বৈশাখ চারুকলায় উন্মাদনা নেই, রমনার বটমূলে ছায়ানটের গান নেই, মঙ্গল শোভাযাত্রা নেই, পান্তা ইলিশ নেই, ধামরাইয়ের হাজরার শোভাযাত্রাও নেই, নতুন কাপড় নেই, মানুষের মুখে হাসি নেই, ঘরে স্বজন নেই, মেলা নেই, বাতাসা নেই, গরম জিলাপি নেই, ঢাক নেই, ঢোল নেই, তালপাতার বাঁশি নেই, রঙিন ঘূর্ণি নেই, হাওয়াই মিঠাই নেই, রাস্তাঘাটে মানুষ নেই, রবীন্দ্রনাথ নেই, লালন নেই, নজরুল নেই।কোন কিছু আজ নেই তবুও বাংলা নববর্ষ!সারা ভারতবর্ষের মানুষ এই শুভ দিন তাকে আমাদের প্রত্যাশার আলো দেখতে চেয়েছিল কিন্তু বাংলার বাঙালি তথা ভারতবর্ষের বাঙালিরা আজ নিরাশ,নিরুপায়, হতাশ।সারা ভারতবর্ষে কোথাও যেন আজ নতুন কিছু আশার আলো দেখছিল সেটা যেন কোথাও একটু স্তব্ধ হয়ে গেল । ভারতবাসীরা নিজেরাই ব্যর্থ,ক্ষুদার্থ জ্বালা নিয়ে পেটে হাত দিয়ে শুয়ে থাকতে আর হয়তো পারবেনা নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষেরা।শুভ নববর্ষের চিরাচরিত ইতিহাসটা আজ যেন নিরুপায় নিস্তব্ধ ও ব্যর্থ!বাঙালির বছরের শেষ পার্বণ চৈত্র সংক্রান্তির গঙ্গাপ্রাপ্তির হয়নি এমনি অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধারা রয়ে গেছে ছাড়া ভারতবর্ষজুড়ে। নতুন আশা নিয়ে সকাল বেলায় আপামর ভারতবাসী হয়তো আজ একলা হয়ে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে টিভির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। না এবার আমি কোনো টাস্ক দেননি, নতুন কোনো আশ্বাস দেননি, পুরোনো কোনো স্কীম কে নতুন মোড়কে পেশ করেননি, নিম্ন মধ্যবিত্তদের আর হয়তো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মতন পরিস্থিতি নেই, তবে বাংলা নববর্ষের দিনে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তরা কোথাও যেন একটা ধ্বংসের নীলার সংক্ষেপ দেখছে, তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই তা যেন করোনা তাদের সব কেড়ে নিয়েছে।অথচ প্রত্যাশার পারদ ছিলো আকাশছোঁয়া, , সাধারন ভারতীয় থেকে ইন্ডিয়ার বিলিয়নিয়ারের দানে। চীন থেকে এতোদিন সস্তা ও কমআয়ুর ছুঁচ থেকে উড়োজাহাজ আমদানি করা ভারতেও এসে পৌঁছালো করোনা ভাইরাস। জৈব অস্ত্র না রোগ সেই নির্ণয় চূড়ান্ত হওয়ার আগেই সারা বিশ্ব স্তব্ধ হয়ে গেছে চৈনিক ভাইরাসের আক্রমনে। প্রায় কুড়ি লক্ষ লোককে আক্রান্ত করে, এক লক্ষ কুড়ি হাজার মৃত্যু নিয়ে প্রায় ২১০ টি দেশে বিশ্বজুড়ে তান্ডব চালাচ্ছে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে জন্ম নেওয়া ভাইরাস। ভারতেও দশ হাজারের বেশি মানুষ আক্রান্ত ও প্রায় ২৫০ জন মৃত ইতিমধ্যে। দেশ মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে লকডাউন আতঙ্কের মধ্যে তিন সপ্তাহ স্তব্ধ। দেশ ও রাজ্য তাদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই ১৩০ কোটির দেশ ভারতে লড়াই করছে করোনা প্রতিরোধের। রেশন ব্যাবস্থা হয়েছে অভিনন্দন যোগ্য, যদিও একটা অংশের মানুষ বিশেষত পরিযায়ী শ্রমিকরা বঞ্চিত ও আটকে আছে এখনও। এর থেকে বেশি বঞ্চিত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো, তাদের মাস মাইনে জমানো টাকাগুলো ভেঙে খেতে খেতে শেষ হয়ে গেছে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কথা ভাবার মতো কেউ নেই না কেন্দ্র না রাজ্য সরকার।তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে অলিখিতভাবে, এমনই ভয়ঙ্কর জটিল পরিস্থিতির মধ্যে ভারত সরকারের টাঁকশাল অর্থ ছাপিয়ে ১৩০ কোটি ভারতবাসী মানুষের পাশে তো মাসিক অনুদান দিয়ে দাঁড়াতে পারেন! এই পরিস্থিতির মধ্যে ভারত সরকার নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নয় সারা ভারতবাসীর ১৩০ কোটি মানুষের, যদি মাসিক ১০ হাজার টাকা করে দেয় তাহলে তাহলে ১৩০০ কোটি টাকা খরচা হবে। সমাস ভারত বর্ষ মানুষের পিছনে সরকারিভাবে অর্থ ব্যয় হবে ৭৮০০ কোটি টাকা। এতে ভারতবাসী সুরক্ষিত এবং নিরাপদ থাকবে এই লকডাউন এর মধ্যেও। তবে বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?এমতাবস্থায় তৃতীয় বারের জন্য বাংলা নববর্ষের পুণ্য তিথিতে ভারতের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও দৈনিক রেজগারের মধ্যে দিয়ে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করা মানুষের চাহিদা ছিলো নগদ অর্থের। জন ধন অ্যাকাউন্টে মহিলাদের ৫০০ টাকা করে প্রতিমাসে ও উজালা যোজনায় তিন মাস বিনামূল্যে গ্যাস দেওয়ার পর পরে মানুষের চাহিদা ছিলো বাজার করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের। এই লকডাউন পিরিয়ডে কাজ হারানো, রোজগার হারানো সাধারণ মানুষের কাছে টাকা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা যেত বিগত সরকারের আমলে গঠিত একশ দিনের কাজের প্রকল্প। দেশের বেশিরভাগ পরিবারের অ্যাকাউন্ট মনরেগা প্রকল্পে থাকায় তাদের কাছে অতি সহজেই পরিবার পিছু মাসিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া যেত। সাধারন মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা থাকলে বাজারে আবার আনাগোনা হবে খদ্দেরের অর্থনীতির গোড়ার কথা অনুযায়ী লেনদেন বাড়লেই স্বাস্থ্য ফিরবে। ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে প্যানিক বাটন আরও বিস্তার লাভ করবে, দেশে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কাজ হারানো শ্রেনি বিকল্প রোজগার না পেলে ভাতের সাথে আলু সেদ্ধ র সংস্থান করতেই বিপথগামী হবে। এই ভারতের সাধারণ মানুষের কথা ভেবে শুধু পাঁচশ টাকা করে তিন মাস নয় অন্তত দশ হাজার টাকা করে ছয়মাসের অর্থনৈতিক প্যাকেজ প্রতি পরিবার পিছু ঘোষণা করা উচিত সরকারের।অন্যদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গরিব মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে ,তেমনি ভাবে নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানো উচিত বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ।ইতিমধ্যে জনসাধারণের মুখে প্রশ্ন উঠে

ক্রমশঃ

সামনে কাজল শেখ, মমতা কথা শুরু করতেই হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ অনুব্রতর!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মধ্যেই রাজ্য রাজনীতিতে ফের 'কেষ্ট' বিতর্ক। সোমবার সিউড়ির সভা যে দৃশ্যের সাক্ষী থাকল, তা তৃণমূলের অন্দরমহলে বড়সড় অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। সিউড়ির প্রার্থী উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে আয়োজিত জনসভায় খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনেই কার্যত মেজাজ হারান অনুব্রত মণ্ডল!

নেত্রীর কথা শেষ হওয়ার আগেই হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে দেখা যায় তাঁকে। মুহূর্তের মধ্যে সেই ভিডিও ভাইরাল হতেই প্রশ্ন উঠছে - তবে কি 'বীরভূমের বাঘ' এবার খোদ দলনেত্রীর ওপরই রুষ্ট?

ঠিক কী হয়েছিল সিউড়ির মঞ্চে?

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, ঘটনার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কথা বলছিলেন হাসনের প্রার্থী তথা বর্তমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ এবং বিকাশ রায়চৌধুরীর সঙ্গে। কথা বলতে বলতেই তিনি মঞ্চের অন্য প্রান্তে থাকা অনুব্রতকে নিজের কাছে ডেকে নেন। মমতা যখন দু'জনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখনই অনুব্রতকে

দেখা যায় হাত নেড়ে কিছু একটা বলে নেত্রীর কথা কার্যত অগ্রাহ্য করেই সরে যেতে। অনুব্রতর শরীরের ভাষা এবং মুখভঙ্গি দেখে এটা স্পষ্ট যে, তিনি কোনও একটি বিষয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট।

দ্বন্দ্ব মেটাতে গিয়েই কি বিপত্তি?

কাজল শেখ এবং অনুব্রত মণ্ডলের মধ্যের 'ঠান্ডা লড়াই' এখন আর গোপন কিছু নয়। সূত্রের খবর, বীরভূমে দলের অস্বস্তি রুখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চেই দুই নেতাকে বেশ কিছু পরামর্শ দিচ্ছিলেন। ভোটের ময়দানে সমন্বয় রক্ষা এবং দায়িত্ব ভাগাভাগি নিয়ে কিছু নির্দেশ দেন নেত্রী। সূত্রের দাবি, কাজলের সঙ্গে ক্ষমতা বা দায়িত্ব ভাগাভাগির এই প্রস্তাবটিই সম্ভবত মানতে পারেননি অনুব্রত। আর সেই 'গোঁসা' থেকেই নেত্রীর মুখের ওপর ওভাবে হাত নেড়ে সরে যান তিনি।

কেষ্ট বনাম কাজল: ক্ষমতার ভরকেন্দ্র বদল?

রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে বীরভূমে অনুব্রতর কথা ছিল শেষ কথা। কিন্তু গরু পাচার মামলায় জেলযাত্রার পরই চিত্রনাট্য বদলাতে শুরু করে। কেষ্টর অনুপস্থিতিতে বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে উত্থান ঘটে কাজল শেখের। বীরভূমের রাজনীতিতে ফাইজুল হক ওরফে কাজল বরাবরই অনুব্রতর বিরোধী গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অনুব্রত জেল থেকে ফেরার পর দল তাঁকে জেলা সভাপতির পদে ফেরায়নি, বদলে কোর কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে।

অনুব্রত ফেরার পর থেকেই কাজল শেখের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব সর্বজনবিদিত। এমনকি সংবাদমাধ্যমে একে অপরের বিরুদ্ধে সরাসরি কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন দুই নেতাই। সোমবার মমতার সামনে অনুব্রতর এই প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে দিল যে, দূরত্ব মোটেও কমেনি। বরং ভোটের মুখে তা আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

ছাব্বিশের ভোটের আগে বীরভূমের এই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতার রুষ্ট হওয়া তৃণমূলের জন্য কতটা বিপদের? কাজল ও অনুব্রতর এই ইগোর লড়াই কি ভোটের বাক্সে প্রভাব ফেলবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া বার্তার পরও কি বীরভূমের ঘরোয়া বিবাদ মিটবে? সিউড়ির সভার পর এই প্রশ্নগুলিই এখন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ঘাসফুল শিবিরকে।

(৩ পাতার পর)

নির্ভয়ে ভোটের আহ্বান, ফালাকাটায় রুট মার্চে আশ্বস্ত সাধারণ মানুষ

কোনও বিঘ্ন বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।রুট মার্চ চলাকালীন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিদর্শন করা হয় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী ও পথচলতি মানুষদের নিরাপত্তা নিয়ে আশ্বস্ত করা হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনী ও জেলা পুলিশের যৌথ উপস্থিতিতে এলাকায় আস্থা ও নিরাপত্তার পরিবেশ আরও জোরদার হয়েছে।সব মিলিয়ে, ফালাকাটায় এই রুট মার্চ সাধারণ মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বার্তা পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

(১ম পাতার পর)

ডিএ নিয়ে সময়সীমা বৃদ্ধির আর্জি, আজ রাজ্যের মামলা শুনবে সুপ্রিম কোর্ট

করবেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়েছিল, ডিএ কর্মচারীদের আইনগত অধিকার, কোনও দয়া নয়। বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল যে, বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দিতে হবে। বাকি ৭৫ শতাংশ মেটানোর রূপরেখা তৈরির জন্য একটি কমিটিও গঠন করে দেয় আদালত। সেই নির্দেশে আরও বলা হয়েছিল যে, ৭৫ শতাংশ বকেয়ার প্রথম কিস্তি ৩১ মার্চের মধ্যে মেটাতে হবে। কিন্তু সেই সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও রাজ্য সরকার তা মেটাতে পারেনি। উল্টে সেই ডেডলাইন চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টে দরবার করেছে নবান্ন।

রাজ্য সরকারের যুক্তি কী?

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মূলত তিনটি কারণ দর্শিয়ে সময় চাওয়া হয়েছে।

আর্থিক চাপ: রাজ্যের কোষাগারের বর্তমান হাল এবং কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ঋণের অনুমোদন না পাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কয়েক হাজার কোটি টাকার বকেয়া মেটানো এই মুহূর্তে কঠিন বলে দাবি রাজ্যের।

প্রযুক্তিগত জটিলতা: কয়েক লক্ষ কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর সার্ভিস বুক স্ক্যান করা এবং তথ্য যাচাইয়ের কাজ চলছে। ডিএ গণনার জন্য তৈরি হওয়া নতুন পোর্টালটি এখনও পুরোপুরি প্রস্তুত নয়।

নির্বাচনী ব্যস্ততা: ভোট প্রক্রিয়া চলায় সরকারি কর্মীদের বড় অংশই ব্যস্ত, ফলে প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করতে দেরি হচ্ছে।

এদিকে, ডিএ মামলাকারীরা অর্থাৎ সরকারি কর্মচারী সংগঠনগুলির দাবি, রাজ্য সরকার টালবাহানা করে সময় নষ্ট করছে। ৩১ মার্চের সময়সীমা পার হওয়ার পরও টাকা না মেটানোয় তারা ইতিমধ্যে ক্ষুব্ধ। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে সময় চেয়ে আসলে বকেয়া মেটানোর প্রক্রিয়া পিছিয়ে দিতে চাইছে সরকার।

বুধবার দুপুরে বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রের স্পেশাল বেঞ্চে এই আর্জিটি উঠবে। এখন দেখার, সুপ্রিম কোর্ট কি রাজ্যের আর্থিক ও প্রশাসনিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় দেবে? নাকি নির্বাচনের মুখেই বড় কোনও কড়া নির্দেশ দিয়ে রাজ্য সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলবে? কয়েক লক্ষ সরকারি কর্মীর নজর এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দিকেই।

সিনেমার খবর

নতুন বিতর্কে জড়ালেন রণবীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড পরিচালক নীতেশ তিওয়ারি ও প্রযোজক নমিত মালহোত্রার বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'রামায়ণ' নিয়ে উন্মাদনার শেষ নেই। বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে বড়সড় ধামাকা দেবেন পরিচালক। কিন্তু তার আগেই টিজার প্রকাশের ঠিক আগমুহূর্তে এ সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করা শক্তিমান অভিনেতা রণবীর কাপুরকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক।

সম্প্রতি আমেরিকায় আয়োজিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে 'রামায়ণ' সিনেমার টিজার প্রদর্শন করা হয়েছে। সেখানে অভিনেতা রণবীর কাপুরকে 'রাম' অবতারে দেখে প্রবাসী ভারতীয়রা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও বিষয়টি ভালোভাবে নেননি দেশের সিনেমাপ্রেমী দর্শকরা। যদিও অভিনেত্রী আলিয়া ভাট তার স্বামীর লুক দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু সামাজিক মাধ্যমের নেটিজেনরা রণবীর কাপুর ও তার টিম 'রামায়ণ' সিনেমার দিকেই ধাবিত হচ্ছেন। নিজের দেশের চেয়ে বিদেশের মাটিতেই বেশি অগ্রাধিকার দেওয়াতে চটেছেন তারা। বিশেষ করে সিনেমাবোদ্ধাদের প্রশ্ন— 'ভারতীয় মহাকাব্য কেন আমেরিকায় আগে প্রদর্শিত হবে?'

নেটিজেনদের একাংশ রণবীর ও নীতেশ তিওয়ারির বিরুদ্ধে 'ভারত এবং ভারতীয় সিনেদর্শককে অপমান'-এর অভিযোগ তুলেছেন। আবার কেউ কেউ সরাসরি আক্রমণ করে বলছেন, 'বাণিজ্যিক স্বার্থে, টাকার লোভেই নিজ দেশ ছেড়ে মার্কিনমুলুকে ঝলক উন্মোচন করেছেন রণবীর কাপুররা।'

রণবীরের জন্য এ পরিস্থিতি বেশ অস্বস্তিকর। কারণ 'রাম' চরিত্রের জন্য নিজেকে তৈরি করতে গত তিন বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তিনি। এখন দেখার বিষয়— ভারতের মাটিতে আনুষ্ঠানিক টিজার মুক্তির পর এ ক্ষোভের আগুন কতটা প্রশমিত হয়।

অভিনেত্রী রিচা চাড্ডার বিরুদ্ধে মানহানি মামলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা সম্প্রতি মানহানির মামলায় জড়িয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে একটি অপ্রমাণিত অভিযোগ শেয়ার করার কারণে এক ব্যক্তির ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। আর তাতেই মামলার বেড়াজালে জড়িয়ে পড়েন অভিনেত্রী।

জানা গেছে, এর আগে ১১ মার্চ এক নারী যাত্রী দিল্লি-মুম্বাই ফ্লাইটে যাত্রাকালে পাশের সিটে থাকা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ করেছিলেন। সেই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আর অভিযোগ যাচাই না করে রিচা চাড্ডা সেই পোস্টটি নিজ হ্যান্ডেলে শেয়ার করে নেন এবং ক্যাপশন দেন— মেক হিম ফেমাস। আর তাতেই পোস্টটি দ্রুত নেটিজেনদের মাঝে ভাইরাল হয়ে পড়ে।

এরপরই অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে সেই ব্যক্তি মানহানির মামলা করেন। মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি দাবি করেন, অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। তিনি বলেন, তিনি তখন বিমানে ঘুমাচ্ছিলেন। আদালত সেই ব্যক্তি এবং মিডিয়া হাউসগুলোকে অপ্রমাণিত পোস্ট সরানোর নির্দেশ দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে এমন পোস্ট না করার জন্য সতর্ক করেছেন। এ ঘটনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে মিডিয়ার ভূমিকার প্রতি।

আদালত বলেন, অভিযোগের প্রমাণ ছাড়া কোনো ব্যক্তিকে 'অপরাধী' বা 'হেনস্তাকারী' হিসাবে উপস্থাপন করা গুরুতর অনৈতিক এবং বিচারিক প্রক্রিয়ার প্রতি অবমাননা।

অন্যদিকে রিচা চাড্ডার আইনজীবী জানিয়েছেন, ইতোমধ্যে পোস্টটি সরানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তার ক্লায়েন্ট এমন কিছু না করার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এরপর দিল্লি হাইকোর্ট অভিনেত্রীকে সতর্ক করে বলেছেন, জনপ্রিয় ব্যক্তিদের জন্য সামাজিক মাধ্যমে কোনো গুরুতর অভিযোগ শেয়ার করার আগে সত্যতা যাচাই করা উচিত। আদালত আরও বলেন, অপ্রমাণিত অভিযোগ প্রচার করা মানে শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, এটি ডিজিটাল গণশাস্তির পথও প্রশস্ত করে।

স্কুলের জন্য নিজের বাংলো ভাড়া দিলেন সারা আলি খান, ৫ বছরে আয় ৫ কোটি টাকা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী সারা আলি খান তার মুম্বাইয়ের বিলাসবহুল বাংলোটি ভাড়ায় দিয়েছেন। তবে কোনো আবাসন বা থাকার জন্য নয়, বাংলোটি ব্যবহৃত হবে একটি স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। আগামী ৫ বছরের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদন করেছেন 'কেদারনাথ' খ্যাত এই তারকা।

রিয়েল এস্টেট তথ্য বিশ্লেষণকারী সংস্থা 'সিআরই ম্যাট্রিক্স'-এর নথিপত্র অনুযায়ী, মুম্বাইয়ের আন্ধেরি ওয়েস্ট এলাকায় অবস্থিত এই বাংলোটি থেকে আগামী ৫ বছরে সারা আলি খানের মোট আয় হবে প্রায় ৫ দশমিক ৩৯ কোটি টাকা।

চুক্তির শর্তানুসারে, প্রথম দুই বছর মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৫০ হাজার ভারতীয় রুপি। তৃতীয় বছর থেকে ভাড়ার অংক ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। সেই হিসেবে পঞ্চম বছরে গিয়ে প্রতি মাসে সারা পাবেন প্রায় ৭ লাখ ৫২ হাজার ভারতীয় রুপি। ইতিমধ্যেই সিকিউরিটি ডিপোজিট হিসেবে ২০ লাখ ভারতীয় রুপি জমা দিয়েছে ভাড়াটিয়া প্রতিষ্ঠানটি।

সারা আলি খানের এই বাংলোটি ভাড়া নিয়েছে 'প্রডিজি মন্টেসরি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' নামক একটি সংস্থা। ৪ হাজার ৫০০ বর্গফুট আয়তনের এই প্রাঙ্গণে মূলত স্কুল সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ওল্ড লোখন্ডওয়ালা কমপ্লেক্সের 'বেলস্কট কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি'তে অবস্থিত এই বাংলোটি আগামী ১ মে থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাড়াটিয়াদের বুঝিয়ে দেওয়া হবে।

বর্তমানে বলিউডের অনেক তারকাই তাদের স্থাবর সম্পত্তি বা অফিস স্পেস ভাড়া দিয়ে নিশ্চিত আয়ের পথ তৈরি করছেন। সম্প্রতি মাধুরী দীক্ষিত লোয়ার পারেল এলাকায় তার বাণিজ্যিক অফিস ভাড়া দিয়েছেন মাসিক ৪ লাখ ২৫ হাজার ভারতীয় রুপিতে। এছাড়া রাকেশ রোশন ও ববি দেওলের মতো তারকারাও মুম্বাইয়ের প্রাইম লোকেশনে তাদের প্রপার্টি লিজ বা ভাড়া দিয়ে নিয়মিত খবরের শিরোনামে আসছেন। সেই তালিকায় এবার যোগ হলো পতৌদি রাজকন্যার এই বড় ডিল।

অভিষেকেই রেকর্ড প্রফুল ও শাকিবের, বড় জয় পেল হায়দরাবাদ!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

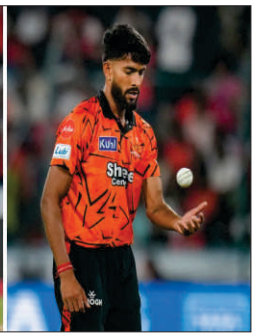

প্রফুল হিঙ্গে ও শাকিব হুসেনের নাম এর আগে কতজন শুনেছেন ? আজ সেই দুই অনামী বোলার যেভাবে রাজস্থানের ব্যাটিংয়ের মেরুদন্ড ভাঙলেন, এর পরে তাঁদের নিয়ে আগ্রহ না জন্মালে কিছু বলার নেই। দুজনেরই আজ অভিষেক ম্যাচ, দুজনেই সফল হলেন। দুজনেই ৪টি করে উইকেট নিলেন। ২১৭ রান তাড়া করতে নেমে ১৫৯ রানে অল আউট হয়ে গেল রাজস্থান। কিন্তু আজকে যেভাবে দুই বোলার ৫ রানের মধ্যেই ৫ উইকেট পেয়ে গিয়েছিলেন, এক সেকেন্ডের জন্য হলেও আরসিবি সমর্থকরা ভেবেছিলেন, তাঁদের ৪৯ রানের রেকর্ড এবার ভাঙল বোধহয়। কিন্তু হায়,আরসিবি সমর্থকদের আশায় জল ঢেলে দিলেন রবীন্দ্র জাদেজা ও ডোনোভান ফেরেইরা। তাঁদের ১০৬ রানের পার্টনারশিপের জন্যই আরসিবির রেকর্ড অক্ষত রইল।

আজ ঘরের মাঠে প্রথমে ব্যাটে নেমেছিল হায়দরাবাদ। অভিষেক শর্মা আজকেও ব্যর্থ। প্রথম বলেই তাঁকে আউট করলেন আর্চার। ট্র্যাভিস হেড করলেন ১৮। এরপর থেকেই দলকে টানা শুরু করলেন ঈশান কিষান ও হেনরিখ ক্লাসেন। ৯১ রানে যখন ঈশান ফিরলেন, ততক্ষনে হায়দরাবাদ স্কোরবোর্ডে বড় রান তোলা শুরু করেছে। সলিল অরোরা করলেন ১৩ বলে ২৪ রান। তাঁর বদান্যতায় ২০ ওভার শেষে হায়দরাবাদ করল ২১৬/৬। ৩৭ রান দিয়ে ২ উইকেট পেয়েছেন আর্চার। ১টি করে উইকেট পেয়েছেন সন্দীপ শর্মা, রিয়ান পরাগ, তুষার দেশপান্ডে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই রাজস্থানের ইনিংসে ধস নামান প্রফুল। প্রথম ওভারেই তিনি আউট করেন বৈভব, ধ্রুব জুরেল, প্রিটোরিয়াসকে। ৩ ওভার শেষে রাজস্থানের স্কোর ছিল ৯/৫। সেখান থেকেই পাল্টা আক্রমণ শুরু করলেন জাদেজা ও ফেরেইরা। ৩২ বলে ৪৫ করলেন জাদেজা ও ৬৯ রানে আউট হলেন ফেরেইরা। ১২৭ রানে ৬ নম্বর উইকেট পড়ার পর আর সেই অর্থে লড়াই করতে পারেনি রাজস্থান। তাদের ইনিংস থামল ১৫৯ রানে। অভিষেক ম্যাচেই ৩৪ রানেই ৪ উইকেট নিলেন হিঙ্গে ও ২৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিলেন শাকিব হুসেনও। একপ্রকার দুই বোলারের হাতেই আত্মসমর্পণ করল রাজস্থান। ৫৭ রানে জিতলেন ঈশানরা।

আইপিএল মানেই এই প্রতিযোগিতায় প্রতিবছর উঠে আসেন একগাদা অনামী ক্রিকেটার। তারপর আইপিএল নামক তপ্ত আগুনে পুড়তে পুড়তে কেউ হন শচীন, কেউ হন কাম্বলি। কিন্তু দুই তরুণ যেভাবে প্রথম ম্যাচেই নিজেদের প্রমান করলেন, এই মুহূর্তে তাঁদের লম্বা রেসের ঘোড়া ছাড়া আর কিছু তো মনে হচ্ছে না।

র‍্যাঙ্কিং আপডেটে আইসিসির পথে হাঁটছে ফিফা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মার্চের প্রীতি ম্যাচের আগে বাংলাদেশ ছিল ১৮১ নম্বরে, যদিও কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি। ভিয়েতনামের কাছে হারের পরও একই অবস্থান। ফিফার ওয়েবসাইটেবিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা কি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) মতোই র‍্যাঙ্কিং সিস্টেমে পদক্ষেপ নিচ্ছে? সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ইউন্ডোর পর প্রতিটি ম্যাচ শেষে ফিফার র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেছে। এখন কোন দল কবে উঠল, কখন নামল, তা অনুসরণ করাও কঠিন হয়ে গেছে। দেখা গেছে, পয়েন্ট ৯০৮.৭২-এ নেমে গেছে, নামের পাশে এক ধাপ পিছানোর চিহ্ন রয়েছে।

মার্চের আন্তর্জাতিক বিরতিতে ফ্রান্স ব্রাজিল ও কলম্বিয়ার বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ জিতে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শীর্ষে থাকার পর এবারই প্রথম ফ্রান্সের এই অবস্থান।

ফ্রান্সের কাছে প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়া ব্রাজিল এক ধাপ নেমে ৬ষ্ঠ, পর্তুগাল ৫ম এবং ইংল্যান্ড ৪র্থ স্থানে।

ফিফার নতুন নিয়মে ম্যাচের সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাঙ্কিং আপডেট হওয়ায় খেলোয়াড়, কোচ ও সমর্থকদের জন্য এখন র‍্যাঙ্কিং অনুসরণ করা আরও চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠেছে।

হৃদয়ভাঙা হারের পর বিদায়ের ইঙ্গিত লেভানদোভস্কির

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা যেন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে পোল্যান্ডের তারকা স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানদোভস্কিকে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে পরাজয়ের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন এই অভিজ্ঞ ফুটবলার।

ইউরোপ অঞ্চলের বাছাইয়ের প্লে-অফের চূড়ান্ত লড়াইয়ে সুইডেনের বিপক্ষে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিল পোল্যান্ড। ম্যাচে দুইবার পিছিয়ে পড়েও দৃঢ়তা দেখিয়ে সমতায় ফিরে আসে দলটি। এতে করে বিশ্বকাপে খেলার আশা জোরালো হয়।

কিন্তু নির্ধারিত সময়ের একেবারে শেষ দিকে গোল হজম করে সেই স্বপ্ন ভেঙে যায়। ৩-২ ব্যবধানে হেরে বিশ্বকাপে ওঠার সুযোগ হারায় পোল্যান্ড। সুইডেনের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ভিক্তর ইয়োকেরেশ।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গেই হতাশায় ভেঙে পড়েন লেভানদোভস্কি। মাঠেই তাকে নুয়ে পড়তে দেখা যায়, যা ফুটবলপ্রেমীদের মনেও দাগ কেটে যায়। ৩৭ বছর বয়সী এই তারকার জন্য এটি হতে পারে আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ের সূচনা এমন ধারণাই জোরালো হচ্ছে।

ম্যাচের কয়েক ঘণ্টা পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ছবি প্রকাশ করেন লেভানদোভস্কি, যেখানে তাকে মাঠ ছাড়তে দেখা যায়। ছবিটির সঙ্গে তিনি 'টাইম টু সে গুডবাই' গানটি যুক্ত করেন। এই পোস্ট ঘিরেই তার অবসর নিয়ে জল্পনা আরও বেড়ে যায়।

তবে ম্যাচ-পরবর্তী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট কোনো ঘোষণা দেননি তিনি। পরে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সরাসরি কিছু বলতে চাননি পোল্যান্ডের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা এই ফুটবলার।

জাতীয় দলের হয়ে ১৬৫টি ম্যাচে ৮৯টি গোল করা লেভানদোভস্কি বলেন, 'এ মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্ত জানানোর মতো অবস্থায় আমি নেই। আগে ক্লাবে ফিরে যেতে চাই। মৌসুমে এখনও কিছু খেলা বাকি আছে। নিজের ভেতরের কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে, তারপরই সিদ্ধান্ত নেব।'

তার এই বক্তব্যে পরিষ্কার, এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিলেও আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবনায় আছেন তিনি। ফলে পোল্যান্ডের ফুটবল ভক্তদের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও আবেগ দুটোই একসঙ্গে কাজ করছে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR